উত্তরণ

আবদুন্ নূর

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

CamScanner

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং
১১৪ মতিঝিল বা. এ.
পোস্ট বক্স ২৬১১
ঢাকা ১০০০
ফ্যাক্স : (৮৮ ০২) ৯৫৬৫৪৪৩
E-mail : upl@bttb.net.bd, upl@bangla.net
Website : www.uplbooks.com

প্রথম প্রকাশ ২০০৩
স্বত্ব © উদিচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র শাখা ২০০৩

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

ISBN 984 05 0253 0

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বা. এ., ঢাকা ১০০০। কম্পিউটার কম্পোজ: অসীম কুমার বিশ্বাস। মুদ্রণ: দি লেমিনেটরস, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

Uttaran (a novel) by Abdun Noor, published in February 2003 by Mohiuddin Ahmed, The University Press Limited, Red Crescent Building, 114, Motijheel C.A., Dhaka 1000.

নওশীন রিমি নূর

সৃজনী স্রষ্টার কল্যাণে সময়ের পথে থমকে থাকবে না
তুমি, থাকবে না সহস্রাব্দের তোমার মতো মেয়েরা।
সেই পরম পরিতৃপ্ত ধ্বনিত জীবনের প্রত্যাশায়।

আব্বু

১

ডান হাতের নীলা পাথরের আংটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল শামীনা। পাথরটা জ্বলছে ধিকধিক করে। আলো ঠিকরে পড়ছে। চোখে বিঁধে যাওয়ার মত আলোর কণা। তাকালে চোখ জ্বলে, পানি আসে। ফোঁটা ফোঁটা জল চোখের কোনায় জমা হয়। পরে ধীরে গাল বেয়ে ঝরে পড়ে। চোখ দুটো কট্‌কট্‌ করে ওঠে। ডলতে ইচ্ছা হয়। তবু শামীনা চোখ ফেরায় না। নীলার দিকে একমনে তাকিয়ে থাকে। ব্যথায় মাথা টন টন করছে, চোখ জ্বলছে, বুকটা ধড়ফড় করছে। হৃৎপিণ্ড ছুটে চলছে। নীলা পাথরের দিকে একমনে তাকালে শামীনা জানে তা হবেই। রোজই হচ্ছে। যখনই শামীনা তাকাচ্ছে, তখনই হচ্ছে। তবু শামীনা তাকায়। তবু সে দেখে। তবু শামীনা নীলার যন্ত্রণার মাঝে এক মনোরম মুগ্ধতা নিয়ে স্বপ্নীল হয়ে বসে থাকে।

পাথরটা প্রথম পেয়ে চমকে উঠেছিল শামীনা। বেশ বড় পাথর। কিন্তু চৌকোনা নয়, গোলও নয়। বরং বিদ্‌ঘুটে বেঢপ মাপের। ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স ক্লাসে বোটানি পড়ার সময় অ্যালগি দেখেছিল মাইক্রোসকোপের তলায়। নীলাটা যেন ঠিক সে রকম দেখতে। কদাকার আকারের অথচ দেখতে আশ্চর্য সুন্দর। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না।

"নে, হাত বাড়িয়ে দে।"

খালাম্মা গালের মাঝে জর্দাভর্তি পান ঠেসে পুরে দিয়ে গা ঘেঁষে বসেছিল শামীনার। সে তখন সবে দুপুরের গোসল সেরে বেগুনি রঙের একটা সুতির শাড়ি পরে বারান্দায় এসে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছে। শীতের মিষ্টি রোদ ওপাশে হেলতে শুরু করেছে। দাঁড়কাকগুলো গাছ ছেড়ে দাওয়ার ছায়ায় বসার জন্যে উসখুস করছে। বেয়ারা ওর সাদা উর্দি চড়িয়ে ডাইনিং রুমে বাসন, কাঁটা প্লেট নাড়াচাড়া করছে, ঠিক সে সময়।

এ সময়টা শামীনার নিজের সময়। এ সময় কেউ আসুক বা বিরক্ত করুক সেটা শামীনার একেবারেই অপছন্দ। সারাদিনের মাঝে শুধু এ সময়টা ওর নিজের। এ সময়ে ওর অধিকারে অন্যের আসা নেহাত অনুচিত। তবু খালাম্মা এল অযাচিতভাবেই।

"দে, হাত বাড়িয়ে দে শামীনা। কথা শুনছিস না কেন?"

শামীনা ভাবে, ওর মনে মনে জেগে ওঠা বিরক্তি কি ওর মুখেও ভেসে উঠেছে? মা বলতেন, "শামীনা, তোর মুখ হচ্ছে সাফ সাফ আয়না। মনে যা আছে, মুখে ভেসে ওঠে। স্বভাবটা বদলা মা। মনের কথা মনেই লুকিয়ে রাখ। মুখে ভেসে উঠতে দিস না।"

পইপই করে মা উপদেশ দিতেন শামীনাকে। কিন্তু পারল কই শামীনা মায়ের কথা মানতে? রাগ হলে ওর মুখ জ্বলে ওঠে ছাইচাপা আগুনের মত। দুঃখ পেলে ওর মুখ চুপসে যায় নেতিয়ে যাওয়া শাকের মত। মন আর মুখের এই দারুণ বন্ধুত্বে শামীনাকে বার বার লজ্জায় পড়তে হয়েছে। ধিক্কার পেয়েছে। সে জন্যে শামীনা চেষ্টা করে ওর মুখের ভাবকে সামলে নিতে। তবু বিরক্তি ফুটে ওঠে।

মামুন বেরিয়ে যায় খুব সকালে, ধড়ফড়িয়ে। মার্মালেড লাগানো টোস্ট, ফুঁ দেয়া গরম চায়ে ভিজিয়ে দু'মিনিটের মাঝেই খেয়ে। ব্যস্। তারপর থেকেই শামীনার সংসারের কাজ শুরু। ঘর জানালা ঝাড়পোছ। ড্রইং রুমের সোফা-চেয়ার টানাটানি করে ঠিক করা। মামুনের মদের বোতল, গ্লাসগুলো সাজিয়ে শেলফে রাখা। ভাঙা কাচগুলো খুঁটে খুঁটে তোলা। এ ভয়ানক বদঅভ্যাস মামুনের। রোজ একটা না একটা মদের গ্লাস সে ভাঙবেই। এটা নাকি গ্রীক রীতি। এথেন্সে যখন ইতিহাস পড়তে গিয়েছিল তখন মামুন শিখে এসেছে। এমন না মানলে নাকি ওর মনে সুখের অনুভূতি জাগে না। শামীনা অনুযোগ করলে হাসে মামুন। বলে, "আমি তো শুধু নিজের ঘরে বসে মদের গ্লাস ভাঙি, শামীনা। অন্যেরা যে পরের ঘরে বসে ভাঙে। সেটা কি তুমি সইতে পারবে? তার চেয়ে কি এটা সওয়া বেশি ভাল নয়?"

সেটা সত্যি। মামুন মদ টানে গ্লাস গ্লাস। কিন্তু নিজের ঘরেই। শামীনাই ঢেলে দেয় নিজের হাতে। মাঝে মাঝে বন্ধুদের ডাকে। ওরাও আসে দলবল বেঁধে। মামুনের ডিপ্লোম্যাটিক বন্ধুর হাওলায় পাওয়া ডিউটি-ফ্রি মদ গেলাস গেলাস ওড়ায়। কখনও কখনও পাল্লা দিয়ে ওরাও কাচের গ্লাস ভাঙে। আবার মাঝে মাঝে শামীনার চোখে ভ্রূকুটি ওঠা দেখলে ওরা হাত গুটিয়ে নেয়। হাসে। বলে, "না ভাবী। আপনার মুড আজ বেজায় অফ। আমাদের ঘরে এসে মামুন হাজারটা গ্লাস ভাঙুক না কেন আমরা আপত্তি করব না।"

কিন্তু মামুন কখনও যায় না। কোন ঘরে সে যায় না। মামুন টানে নিজের বৌয়ের হাতে ঢেলে দেয়া মদ। পার্টিতে গেলে, ড্যান্সে গেলেও মদ টানে না। মদ খাবে সে নিজের বাড়িতেই। সেটাই শামীনার আশ্বাস। সেটাই শামীনার সিকিউরিটি আর ভবিষ্যত। সেই ভবিষ্যতের আনন্দেই গলে গিয়ে শামীনা কণা কণা কাচ তুলে ধরে।

তবু শামীনা চায় না সংসারের আর কেউ জানুক মামুন মদ টানে, গ্লাস ভাঙে, প্রতি রাতে ড্রইং রুমে ছড়িয়ে দেয় ভাঙা কাচের টুকরোগুলো। সে জন্যেই ওর ঘরে সকালে কারো ঢোকা নিষেধ। বয়, বেয়ারা, মেইড কেউ নয়। শামীনা কাচ কুড়োবে খুঁটে খুঁটে। চেয়ার সোফা সামলে দেবে। তারপর, বয় মেইড ঢুকবে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে ক্লিন করবে। বাগান থেকে ফুল এনে ভাস সাজাবে। শামীনা সেই ফুরসতে যাবে শাশুড়ির ঘরে। সে ততক্ষণে গোসল সেরে, পাটভাঙা কাপড় পরে ওর ঘরের সামনে বসে তসবি গোনা শুরু করেছে। নামাজ শেষ হয়ে গেছে। সবাই বিকেলে সন্ধ্যায় রাতে নামাজ পড়ে। সে

কিন্তু উল্টো। সেই ফজরে উঠে নামাজ পড়া শুরু করে। পড়তেই থাকে ক্রমান্বয়ে। রাকাতের পর রাকাত। সকাল এগারোটা পর্যন্ত একটানা। কিন্তু তারপরে আর নয়। পরের সময়টা সে বই পড়ে, ম্যাগাজিন নাড়ে। মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান করে। এখন খালি গজলের শখ। অথবা কুশিকাঁটা নিয়ে খাবার টেবিলের জন্যে লেসে টেবিল ক্লথ বোনে। অথবা মাঝে মাঝে শুধু তসবি গোনে। কিন্তু নামাজ পড়ে না।

খালাম্মা একবার গায়ে পড়ে জিগ্যেস করেছিল, "তোর শাশুড়ির এ কি খাসলত! জোহর থেকে নামাজ বন্ধ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হবে। আমাদের গোনাহর শেষ আছে? ওয়াক্তে ওয়াক্তে নামাজ সারা দিনের গোনাহ মাফ করে দেবে। জিগ্যেস করতে পারিসনে?"

শামীনা মাথা নেড়েছে। না। ও জিগ্যেস করবে না। মামুন ওকে বিয়ের আগেই সাবধান করে দিয়েছে। "তুমি কখনও আমার মাকে ওর নামাজ পড়া নিয়ে প্রশ্ন করো না।"

শামীনা প্রশ্ন করেনি। সে মেনে নিয়েছে। শাশুড়ির ঘরে গিয়ে ওর খোঁজ-খবর নিয়েছে। ঘর গুছিয়েছে। হেসে ধীর পায়ে বেরিয়ে এসেছে। কখনই জানতে চায়নি শাশুড়ির নামাজের এই অদ্ভুত ধরনকে। শুনেছে কখন নাকি কোন্ ফকির বাবা বিয়ের পরে শাশুড়িকে ওই নিয়ম শিখিয়েছে। সেই থেকে মামুন ওর পেটে এসেছে।

শামীনা রান্নাঘরে ঢুকেছে। বাজার ততক্ষণে এসে গেছে। বাজার দেখেছে। কখন কী রান্না হবে তার হুকুম দিয়েছে। রাতে কী খাবার হবে সেটাও চিন্তা করেছে। মামুনের বন্ধু চার ছ'জন প্রায় রোজই আসবে, থাকবে, রাতে খেয়েই যাবে। ওদের বন্দোবস্ত করতে হবে। দুপুরে লাঞ্চে মামুন কী খাবে সেটাও হুকুম দেয়। মামুনের তো ঠিকঠিকানা নেই। কখনও কখনও দুপুরেও লোক নিয়ে আসে। লাঞ্চ খাওয়ায়। তবে ভাগ্য ভাল তখন সে মদ খায় না। মদ শুধু রাতেই সীমিত। তারপর শামীনা নিজের ঘরে ঢোকে, গোসল করে। খোলা চুল মেলে দিয়ে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় বসে। মামুন খেতে আসবে একটায়। কাঁটায় কাঁটায়। তখনও ঘণ্টাদেড়েক ওর সম্পূর্ণ নিজের। পুরো অবসর। এখন শুধু ইজিচেয়ারে গা মেলে দিয়ে অনুক্ষণ আকাশে উড়ে যাওয়া গাংচিল দেখার অবসর। উড়ে যাওয়া পাখি গোনার সময়। ঠিক সে সময়ই খালাম্মা এল। শামীনার বিরক্তি ভেসে উঠল।

"কিলো হতচ্ছাড়ি, কথা শুনছিস না কেন। কখন থেকে বলছি হাত বাড়িয়ে দে। অথচ কথা যেন কানেই যাচ্ছে না।" খালাম্মা বলে।

"কেন? হাত বাড়িয়ে কী হবে?" শামীনা পাল্টা প্রশ্ন করে। ওর গলার রুক্ষতায় ও নিজেই অবাক হয়।

"আগে হাত দে। তবেই বুঝতে পারবি।" কথা না বাড়িয়ে শামীনা বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

"আরে না না।" ঘেন্নায় শিউরে উঠে বলে খালাম্মা, "ডান হাত দে। বাঁ হাতে নিলে ওর অপমান হবে যে।"

"কার অপমান?" শামীনা জানতে চায়।

"আর কার? বড় হুজুরের। যার থেকে অনেক চেয়ে এটা নিয়ে এসেছি। দেখ তাকিয়ে।"

CamScanner

সেই প্রথম শামীনা তাকিয়ে দেখে বেঢপ বড় নীলা পাথর। শামীনার গাংচিল ওড়া নীল আকাশের চেয়েও বন্য সে নীলা পাথর।

"পর এটা ছুড়ি। সুরা পড়ে পড়ে। তোর কপালে সুখ আসবে। তুই সুখি হবি। বড় হুজুরের হাত পা ধরে অনেক বলে কয়ে তবে পেয়েছি। সবার নাকি নীলা সয় না। ধরে রাখতে পারলে তোর কপালে সুখ ফুটবে। সুখি হবি তুই শামীনা।"

খালাম্মা ডান হাতটা কোলে টেনে নিয়ে আংটিটা আঙুলে পরাতে পরাতে বলে, "নে। নীলা পাথরে চুমু খা।"

হাত তুলে ধরে খালাম্মা। শামীনা মুখ নামিয়ে নীলা পাথরে চুমু দিতে যায়। ঠোঁট বসায়। কিন্তু সাথে সাথে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আশ্চর্য উত্তপ্ত সেই নীলা পাথর। যা ছোঁবে তাই যেন পুড়িয়ে দেবে।

"সুখ পাবি তুই মা। সুখ পাবি।" খালাম্মা বলেই চলে, "নীলা পাথর তোর জীবনে সুখ এনে দেবে। বড় হুজুরের দেয়া। সফল না হয়ে কি পারে?"

২ ≡ ≡ ≡

হ্যাঁ, সুখ এসেছিল শামীনার জীবনে। নীলার বদৌলতেই। যদি সুখের মানে হয় অর্থ, যদি সুখের মানে হয় জীবনে নতুন নতুন বন্ধুর আমদানি, যদি সুখের মানে হয় হরেক রকম পার্টিতে রাতবিরেতে বেড়ানো। নীলা পাথরটা এসে শামীনার ছককাটা জীবনের সব চরিত্র যেন বদলে দিল। বৈশাখি বিকেলে ঝড়ো হাওয়া খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে যেমন উথালপাথাল করে দেয় ঘরদোর বৈঠকখানা, তেমনি অগোছালো হয়ে এল শামীনার জীবন। একেই কি খালাম্মা সুখ বলেছিল?

নীলা পাথরটা আঙুলে পরার সাথে সাথেই মামুনের ভাগ্য যেন বদলে গেল। পাই পাই করেও প্রতিবছর সিমেন্টের শিপিং কন্ট্রাক্ট পিছলে পড়ছিল, হাতে এসেও আসছিল না। অথচ এবারে না চাইতে যেন উপচে পড়ল। চেয়ারম্যান নিজে থেকে চেম্বারে বসাল। শুধু কন্ট্রাক্টই দিল না, সিমেন্টের আমদানির পরিমাণও অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। বলল, "দেশে এখন বিশেষ উন্নয়ন পরিক্রমা চলছে। বিদেশে ডোনার দেশগুলো উন্নয়ন কাজ দ্রুত শেষ করার জন্যে সরকারের ওপর বিশেষ চাপ দিচ্ছে। এ সময় সিমেন্ট না পাওয়ার সংকট সরকারের স্থিতিশীলতার ওপর প্রশ্ন আনতে পারে।"

মামুন খুশিতে রবরবা। ঘরে ফিরেই শামীনাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। জাপটে ওর উদ্ধত যৌবনবতী দেহটাকে শরীরে মিশিয়ে নিয়েছে। "এস। দাও, দাও দেখি চুমু খাই।" খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে মামুন।

"ইস? কী পাগলামো হচ্ছে এখন।" রোমাঞ্চিত লজ্জায় রক্তিম হয়ে শামীনা পিছু হটে। "এই ভরদুপুরে কখন কে দেখে ফেলবে। বয় বেয়ারারা ঘুরে বেড়াচ্ছে সামনে পিছে।"

শামীনার লজ্জা পাওয়া দেখে হাসে মামুন। বেপরোয়া স্বতঃস্ফূর্ত হাসি।

"আরে, আমি তোমাকে কোলে করে চুমু খেতে চাইছি নাকি? রাতেই তুমি আমার কাছে ঘেঁষতে চাও না। দিনে আসবে?"

"তবে তুমি চাইছ কী?" অবাক হবার পালা শামীনার।

"যার দৌলতে আমার ভাগ্য ফিরল। নীলাটা দেখাও। নীলাটা দেখাও। খালাম্মা বলেছেন প্রথম ফল পাবার সাথে সাথেই সম্মান দেখাবে। চুমু খাবে।"

"ও, তাই নাকি?" শুনে থমকে গেল শামীনা। খুশির হলকা ওঠা মনটা হঠাৎ যেন চুপসে পড়ল। একটা পানসে পিনপিন ব্যথা যেন শামীনার হৃদয়কে হঠাৎ ছুঁয়ে ভেসে চলে গেল।

CamScanner

আঙুল থেকে আংটি খোলার চেষ্টা করে শামীনা। দেখেই আঁতকে ওঠে মামুন।

"না না। আংটি খুলো না। শুধু তোমার হাতটা এগিয়ে দাও।"

শামীনা হাত বাড়িয়ে দেয়। মামুন ওর মাথা নিচু করে পরম শ্রদ্ধায় শামীনার হাত নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে, আংটিতে চুমু খায়। বারবার তিনবার। শামীনা শংকিত মনে লক্ষ্য করে। মামুনের ঠোঁট কি জ্বলছে? কই, মনে হয় না তো। ভাবে জিগ্যেস করবে কি না। কিন্তু থাক। কী দরকার? শামীনা মন বদলায়। মামুনের নীলা পাথরে চুমু দেয়া শেষ হলে ধীরে হাত সরিয়ে নেয় শামীনা।

"বস তুমি লক্ষীটি। আমি আসছি।"

শামীনা ধীর পায়ে বেরিয়ে বাথরুমে যায়। নীলার দিকে তাকায়। নাহ্, চোখটা এখনও কটকট করে জ্বলছে। শামীনা আবার চুমু দেয় পাথরে। ঠোঁট ওর ঝলসে ওঠে। গলগল করে আগুনের মতো জ্বলছে নীলাটা।

সেদিন লাঞ্চে চিকেন কাটলেট ছিল। মামুনের সেটা ভীষণ পছন্দ। পেয়েই কাঁটাচামচ দিয়ে কাটতে কাটতে বলে, "বড় একটা দাওয়াতের বন্দোবস্ত করি তাহলে। সিমেন্টের কন্ট্রাক্ট পেয়েছি। সেলিব্রেট করতে হবে না!"

শামীনা বাধা দেয়। "এত তাড়া কিসের? সিমেন্ট এখনও আসেনি। টাকাও পাওনি। ধীরে সুস্থে করো।"

"না না। তুমি বুঝতে পারছ না শামীনা। চেয়ারম্যান সাহেবকে খাওয়ানো দরকার। এত বড় সুযোগ আমাকে করে দিলেন।"

"সোনারগাঁওয়ে ডেকে পার্টি দাও না ওনাকে।" শামীনা বলে। "এক্ষুণি এতো হৈ হুল্লোড় করো না। লোকের চোখে লেগে যেতে পারে। লোকে খারাপ বলবে।"

কথাটা মনের মত হয় মামুনের। শামীনা ঠিকই বলেছে। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ঠিক নয়। বরং চুপচাপ চেয়ারম্যানকে খাওয়ানো ভাল। মামুন দেরি করেনি। সেদিন বিকেলেই দাওয়াত করেছে। পরদিন সন্ধ্যায় সেজেগুজে শামীনা সোনারগাঁও হোটেলে গিয়েছে চেয়ারম্যানের সাথে ডিনার খেতে।

৩ ☰ ☰ ☰

শুকনো ছোটখাটো আহমেদ কামাল রিসেপশনের মুখেই অপেক্ষা করছিল। পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার চেইন, বোতামগুলোয় মুক্তো বসানো, চোখে চশমা স্মিত হাসি। ওকে দেখতে পেয়ে মামুন বিনয়ে গলে গেল।

"সরি স্যার। আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেল।"

"না না। আমি বরং কিছু আগে এসে গেছি।" স্মিত হেসে আহমেদ কামাল জানায়। "আপনি বরং কাঁটায় কাঁটায় এসেছেন।"

"তা কই স্যার! আমাদের ভাবী কোথায়?" মামুন উসখুস হয়ে জিগ্যেস করে।

"বেচারীর আসবার ভীষণ ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যে স্কুলে পড়ায় সেখানে অভিভাবকদের মিটিং রয়েছে। সেটা ফেলে আসতে পারল না।" আহমেদ কামাল তেমনি মৃদু হেসেই আফসোস করে। "বেচারীর ভাগ্যে সোনারগাঁওয়ে খাওয়া নেই। আগেও এমনি একটা ডিনার সে মিস করেছিল।"

"উই আর ভেরি ডিস্যাপয়েন্টেড স্যার।" মামুন জানায়।

"আমিও। মিসেস মামুন নিশ্চয়ই অস্বস্তি বোধ করবেন।" কামাল বলে। "তবে আমরা চেষ্টা করব উনি যেন কমফোরটেবল ফিল করেন।"

শামীনা শুনে লজ্জা পায়। বলে, "না না। আমার কোন অসুবিধা হবে না। তবে ভাবী এলে খুশি হতাম। পরিচয় হত।"

সুইমিং পুলের কাছে একটা টেবিল টেনে ওরা ঘন হয়ে বসল। খাবারের অর্ডার দিল। খাবার এল। কিন্তু ছেলেদের যেন খেয়াল নেই। তারা দুজন তুমুল গল্প করছে ব্যবসা নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, খেলা নিয়ে। ক্রিকেটের অনুরাগীদের সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে দুনিয়ায় তার আফসোস আর আক্ষেপ নিয়ে। সেই গেল বার এমসিসি ঢাকায় আসায় উৎসবের হুল্লোড় উঠেছিল, তার রোমন্থন হল কিছুক্ষণ। এদিকে শামীনা একা বসে আছে, কথা বলতে পারছে না, খাচ্ছেও না। চিকেন কাটলেট শুধু ফর্ক দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বিরানী বিতৃষ্ণায় দূরে সরিয়ে রেখেছে। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা মুখে তুলতে চাইছে না। শামীনা ক্রমে নিশ্চিত হয়ে উঠেছে সোনারগাঁওয়ের রান্নার চেয়ে শেরাটনের রান্না অনেক ভাল। তবু ছেলেদের যেন কথার ঘোর কাটে না। ওরা ওদের গল্পের মাতমে মাতাল হয় মদ না খেয়েই। শামীনা ভাবে তার চেয়ে কি মামুনের ঘরে বসে মদ টানা অনেক ভাল নয়? নিদেনপক্ষে মাঝে মাঝে শামীনার দিকে চেয়ে হেসে তাকাত, মদ চাইত। আজ যেন

CamScanner

কামাল সাহেবকে ডিনারে পেয়ে শামীনাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেল। একটা আশ্চর্য ঈর্ষা শামীনার হৃদয়ে ভেসে উঠল।

"আপনি একটু বসুন স্যার। আমি আসছি।"

মামুন চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ দাঁড়াল। জোরে হাঁটতে শুরু করল। শামীনা স্পষ্ট বুঝতে পারে মামুন রেস্ট রুমে যাচ্ছে। এমনি স্বভাব ওর। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যখন একেবারেই সামলাতে পারবে না, তখন ছুটবে। তা যাক না। অন্তত শামীনাকে কিছু বলে যাবে তো। একেবারেই লক্ষ্য করবে না ওকে? তবে কেন নিয়ে এল ওকে দাওয়াতে? একা কামাল সাহেবকে নিয়ে এলেই তো পারত। মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হল শামীনা।

"আপনি নিশ্চয়ই বোরড হচ্ছেন। আমি ভীষণ দুঃখিত।" আহমেদ কামাল শামীনার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল। "মামুন এমনি ছেলে। কথা পেলে চারপাশ বোঝে না। ছেলেবেলা থেকেই তো ওকে দেখছি। তা আপনাকে কী বলব? আপনি ওর স্ত্রী। ওকে চেনেন আমার চেয়ে বেশি ভাল করে।"

হেসে বলে কামাল। শামীনা দেখে কামালের হাসি বেশ মিষ্টি। কথাও নম্র। কিন্তু পুরুষের ব্যক্তিত্ব রয়েছে। দেখলে শ্রদ্ধা আসে। সমীহ করতে ইচ্ছে হয়।

"আমিও ওকে চিনি।" শামীনা বলে। "আপনার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই।"

"আপনি দুঃখ না পেতে পারেন কিন্তু আমি বিব্রতবোধ করছি।" কামাল বলে।

"কেন বলুন তো?" শামীনা উৎসুক হয়।

"কারণ আপনার সাথে আমার কথা বলার আগ্রহ রয়েছে।" কামাল সরাসরি বলে। "মামুন সে সুযোগ দিচ্ছিল না।"

শুনে শামীনা থমকে যায়। ওর কপালে ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। চোখে প্রশ্ন প্রখর হয়। কামাল বুঝতে পারে।

"আপনার সাথে পরিচয়ের আগ্রহ আমার অনেক দিনের।" কামাল স্পষ্ট জানায়।

"আমার সাথে! আমি আপনার কথা মোটেই বুঝতে পারছি না।"

এবারে শামীনার বিব্রত হওয়ার পালা। কামালের কথা স্পষ্ট। অথচ সে মানে খুঁজে পাচ্ছে না। কামাল ওর কথাটা খোলসা করে।

"ক্ষুধিত পাষাণে আপনাকে দেখার পর থেকেই আপনার সাথে আমি পরিচিত হতে চেয়েছি। কিন্তু দুঃখ আমার, সুযোগ হয়ে ওঠেনি।"

"ক্ষুধিত পাষাণ!" শামীনা আশ্চর্য হয়ে যায়। "সে তো দশ-বারো বছর আগে। আমার বিয়ের ঠিক আগে আগেই হয়েছিল। আপনার মনে রয়েছে?"

"থাকবে না কেন? দ্যাট ওয়াজ ইওর বেস্ট পারফরমেন্স। কিন্তু তারপরই বিরতি এল। আপনি লুকিয়ে রইলেন, সংসারে ঢুকলেন। মঞ্চে এলেন না।"

কামালের কথায় শামীনা মুখে লজ্জা পায়। অথচ মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে। এতদিন পরেও তার শিল্পী প্রতিভাকে কেউ মনে রেখেছে ভাবতেই মন উচ্ছল হয়ে ওঠে।

"কিন্তু ক্ষুধিত পাষাণ আমার নিজের কাছে মোটেই ভাল লাগেনি।" শামীনা ইতস্তত করে বলে।

"আপনারা শিল্পী। আপনারা বুঝবেন কী করে দর্শকরা কী চায়। ক্ষুধিত পাষাণে আপনার নাচের প্রতিটি ভঙ্গিমা, হাতের প্রতিটি মুদ্রা, আমার চোখে এখনও ভাসে। আশ্চর্য নিপুণতায় আপনি মঞ্চে নিজেকে ধরে রেখেছিলেন। চোখ বুজলে আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই।"

ফিক করে হেসে ফেলে শামীনা ওর লজ্জা ঢাকতে। "নাহ, আপনি সব বানিয়ে বলছেন।"

"আজকে আপনার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হল। বানিয়ে কথা বলার মত মানুষ আমি নই। আশা করি সেটা আপনাকে বোঝাতে পারব।"

গম্ভীর গলায় আহমেদ কামাল বলে, "আমি সত্যি আপনাকে অনুসরণ করেছি। বিয়ের পর আপনি লুকিয়ে রইলেন। এতে আমি মর্মাহত হয়েছি। আপনি কি একেবারেই আর নাচেন না? নাচের চর্চাও রাখেননি কিছু?"

শামীনা চুপ করে থাকে। প্রশ্নটার উত্তর দেবে কি না ভাবে।

"আপনার কি কখনও ইচ্ছে হয়নি মঞ্চে নামতে?" আহমেদ কামাল আরো উৎসুক হয়।

"হয়েছে।"

"তবে আসেননি কেন? ডাক কি পড়েনি? সেটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে।"

"হ্যাঁ। ডাক এসেছিল।" শামীনা স্বীকার করে। "টেলিভিশন থেকে, মঞ্চ থেকে, উদীচী থেকে, নানা সাংস্কৃতিক সংঘ থেকে।"

"তবে কেন এগিয়ে এলেন না?"

"আমি যে চিরকালের শিল্পী এটা ওরা মেনে নেবেন কি না বুঝতে পারিনি।" শামীনা সত্য কথাটা বলে দেয়।

"কেন মানবে না? বিয়ের আগে কি ওরা জানতেন না আপনি শিল্পী? প্রথম সারির নৃত্যশিল্পী।" আহমেদ কামালের কথায় প্রচণ্ড আগ্রহ। সে চেয়ার সরিয়ে নড়েচড়ে বসে।

"জানতেন। তবে বিয়ের আগের মেয়েদের পরিচিতি বিয়ের পরে তেমনি থাকে না। আমাদের সমাজে থাকতে পারে না। মেয়েরা গুটিয়ে যায়। ওদের প্রতিভা ধামাচাপা পড়ে।"

"সে জন্যে কি আপনি দুঃখ পাননি? ক্ষুব্ধ হননি? মনে গ্লানি আসেনি? মঞ্চে ফিরে আসার জন্যে হৃদয় কি অহরহ কেঁপে ওঠেনি?"

আহমেদ কামাল আশ্চর্য সাহসী হয়ে ওঠে। শামীনাকে প্রশ্ন করে। জবাব দিতে শামীনার বুক দুরু দুরু করে কাঁপে। ভাবে কী বলবে? কী উত্তর দেবে?

ঠিক সেই সময়ই মামুন ফিরে আসে।

"সরি স্যার। রেস্ট রুমে একটা লোক আজেবাজে কথা বলে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করল আমার।" চেয়ার টেনে সশব্দে বসে মামুন। বসে বলা শুরু করে।

"সেবার এমসিসি এক ইনিংসে পাঁচশোর ওপর স্কোর করল ঢাকাতে। এমনি কারিশমা দুনিয়ায় আর কেউ দেখাতে পারেনি। শুনেছিলাম পরের বছর নিউজিল্যান্ডে গিয়ে কাছাকাছি একটা স্কোর করেছিল কিন্তু ঢাকাকে মোটেই বিট করতে পারেনি।"

CamScanner

শামীনা শাড়ির আঁচল গুটিয়ে সোজা হয়ে বসে। মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কী মানুষটা মামুন? যাবার বেলাও ফিরে তাকাল না। ফিরে এসেও জানতে চাইল না ওরা কী করে সময় কাটাল? কী কথা বলল? মামুনের সেই একরোখা মন। ক্রিকেট মাথায় নিয়েই টেবিল ছাড়ল, ক্রিকেট মাথায় নিয়েই ফিরে এল।

আহত হল শামীনা। বিয়ের পর এই প্রথম ওকে একজন জানতে চেয়েছে ওর নিজের রূপে, ওর নিজের ব্যক্তিত্বে। প্রশ্ন করেছে মিসেস শামীনা মামুনকে নয়, শিল্পী শামীনাকে। অথচ সে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সুযোগ মামুন ওকে একেবারেই দিল না। এমনি নির্মম পুরুষ মামুন।

CamScanner

৪

পরদিন মামুন লাঞ্চ সেরে ঘর থেকে বেরুতে না বেরুতেই আবার গাড়ির হর্ন বেজে ওঠে। শামীনার কান উঁচু হল। মন সচকিত। মামুন আবার ফিরে এল কেন? কিন্তু হর্নটা চেনা গাড়ির মনে হচ্ছে না। বেয়ারা একটি কার্ড নিয়ে ভেতর বারান্দায় ঢোকে।

"এই সাহেব এসেছেন দেখা করতে।"

শামীনা কার্ড পড়ল। শুধু লেখা আহমেদ কামাল। এ সময় আহমেদ কামাল কেন এল? শামীনা চিন্তায় পড়ে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকে। শাড়িটা বদলিয়ে ছাপা সুতির শাড়ি পরে। চুল ব্রাশ করে। গালে পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নেয়। আয়নায় দুই একবার তাকায়। তারপর স্যান্ডেল বদলে ধীর পায়ে ড্রইং রুমের পর্দা সরিয়ে ঢোকে। ওকে দেখে আহমেদ কামাল উঠে দাঁড়ায়।

"আদাব, কামাল সাহেব। মামুন এইমাত্র বেরিয়ে গেল। ও কি জানত না আপনি আসবেন?" শামীনা বলে।

"না, জানত না।"

"তবে কি খুব জরুরি কিছু কথা রয়েছে? এমন হঠাৎ করেই এলেন? ওকে ফোনে ডাকব?" শামীনা চঞ্চল হয়।

"না না। মামুন ঘরে থাকবে না জেনেই আমি এসেছি।"

"মানে!" শামীনার চোখে ভ্রূকুটি জেগে ওঠে। বিরক্তি চোখে মুখে ধরা পড়ে।

"জানি আপনি হয়ত আমার কথায় বিরক্ত হবেন। তবুও এসেছি।" আহমেদ কামাল স্বীকার করে।

"কিন্তু কেন এসেছেন?"

শামীনা বুঝতে পারে ওর গলায় তীব্র রুক্ষতা। তবু সেটা সামাল দেয়ার মোটেও চেষ্টা করে না।

"আপনার সাথে কথা বলতে।"

"আমার সাথে আপনার কী দরকার? আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।"

"আমি এসেছি আমার কালকের প্রশ্নের জবাব পেতে। যদি দেবেন বলেন তবে বসব। না দেবেন, চলে যাব।" ধীরে ধীরে আহমেদ কামাল ওর ইচ্ছে জানায়।

"না না। এসেছেন যখন বসবেন। চা খেয়ে ফিরে যাবেন। অতিথির নিয়ম মানবেন।" শামীনা দৃঢ় হয়ে বলে, "তবে মামুন নেই। এ সময় কারো ঘরে আসা আমি পছন্দ করি না।"

CamScanner

"কিন্তু মামুনের সামনে কি আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন?"

"আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব, এ কথা কখনও বলিনি, আহমেদ কামাল সাহেব।" শামীনার কথায় কোন নমনীয়তা নেই। স্পষ্ট কাটা কাটা, তীরের মত সাঁই সাঁই করে বেরোচ্ছে। "আর প্রথম পরিচয়েই আপনার প্রশ্নের জবাব দেব সে আশাইবা আপনার কেমন করে হল? আমাকে কি খুব খেলো মেয়ে ভেবেছেন?"

"না না। মোটেই নয়। আপনাকে আমি সম্মান করি। আমি জানি এভাবে আসা আমার অনুচিত হয়েছে। তবু কেন যেন মন বাধল না। এলাম। আমি তাহলে এখন যাই।"

আহমেদ কামাল সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

"আপনাকে আমি এখনও যেতে বলিনি।" শামীনা দৃঢ় থাকে। "আসাটা অতিথির ইচ্ছায় হয়। কিন্তু যাওয়াটা গৃহিণীর ইচ্ছায়।"

"স্বীকার করছি। আপনার আইন মানছি। তবু আমার যেতে হবে। আমি এখন নিশ্চিত আমার আসাটা অনুচিত হয়েছে।"

আহমেদ কামাল পিছু ফেরে। পর্দা সরিয়ে বেরোয়। আবার ফিরে তাকায়। বলে, "আমার এই অনুচিত ব্যবহারকে আপনি হয়ত নিজ গুণে ক্ষমা করতে পারবেন।"

আহমেদ কামাল মুখ ফিরিয়ে সোজা হেঁটে বেরিয়ে যায়। শামীনা বাইরে আসে না। ড্রইং রুম থেকে দেখতে পায়, শোফার দরজা খুলে দেয়। আহমেদ কামাল গাড়িতে ওঠে। একরাশ ধোঁয়া তুলে ডাটসান বেরিয়ে যায়।

ডান হাতে যেন হঠাৎ ব্যথার অনুরণন পায় শামীনা। তাকিয়ে দেখে আঙুলটা জ্বলছে। নীলা পাথর পরা মধ্যমাটা ভীষণ জ্বলছে দাউ দাউ করে। শামীনা ঠাণ্ডা পানিতে হাতটা ডুবিয়ে দেয়। তবু জ্বলে, বেশ জ্বলে।

CamScanner

৫

সেদিন সন্ধ্যায় মামুন ঘরে ফিরতে না ফিরতে রাগে ফেটে পড়ে শামীনা।

"কেমন করে সাহস হল লোকটার? তুমি ঘরে নেই, অথচ হাজির। স্বীকার করল তুমি ঘরে থাকবে না জেনেই সে এসেছে।"

মামুন কথাটা শুনে বিশেষ পাত্তা দেয় না। গুরুত্ব যেন বোধ করে না। হেসে বলে, "হয়ত কামাল ভাই যাচ্ছিল এই পথ দিয়ে। ভাবল তোমার সাথে কথা সেরে যাবে। সেদিন তোমার সাথে গল্পই হয়নি। আমরা আমাদের কথা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।"

মামুনের কথা শুনে শামীনা হকচকিয়ে যায়।

"তুমি বুঝতে পেরেছিলে সেদিন তোমরা আমাকে ইগনোর করছ, অবহেলা করছ?"

"অফকোর্স বুঝতে পেরেছি। আমি তো কানা নই। আমার চোখ কান দুটোই খোলা থাকে।" মামুন জোর দিয়ে বলে।

"অথচ তুমি সে ভুল শোধরাতে চাওনি?"

শামীনা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, তবু প্রশ্ন করে। না জেনে ভুল করলে তার মাফ আছে কিন্তু জেনে কেউ ভুল করলে মনটা পীড়িত হয়। দুঃসহ যন্ত্রণায় ভোগে।

"আমি ভেবেছিলাম কামাল ভাই তোমাকে অ্যাটেনশান দেবেন। ভুল শোধরাতে। অথচ উনিও আমার সাথে কথার তাল মেলালেন।"

মামুন খোলা মনে বলে।

রুখে ওঠে শামীনা। "হোয়াট ডু ইউ মিন? কামাল আমার কে হয়? আই অ্যাম ইওর ওয়াইফ। তুমি তোমার স্ত্রীর সম্মান রাখবে না? রাখার চেষ্টা করবে না?"

"আলবত রাখতে চেয়েছি।" মামুন স্বীকার করে। "প্রথম থেকেই কামাল ভাই তোমাকে উপেক্ষা করলেন। সে জন্যে মনে মনে আমি দুঃখ পেয়েছি। তাই আমি চেয়েছি উনি তোমাকে অ্যাটেনশান দিন। আমি নই।"

"কিন্তু পারলেন না কেন?" সাপের হিসহিসে গলায় শামীনা জানতে চায়।

"আমি জানি না। সে জন্যেই আশ্চর্য হয়েছি। কাল রাতে ফিরে ঘুমোবার আগেও কয়েকবার ভেবেছি। উত্তর পাইনি।"

"সারা জীবন খুঁজলেও তুমি এ প্রশ্নের উত্তর পাবে না।" শামীনা রেগে বলে। "অথচ আমি তার উত্তর জানি।"

CamScanner

"বেশ তো। বল না।"

"কারণ হচ্ছ তুমি নিজেই।" শামীনার ইচ্ছে হয় একটি বেত দিয়ে মামুনের পিঠে মারে। "কারণ, কামাল সাহেব জানেন, তুমি একজন মেরুদণ্ডহীন পুরুষ। সে জন্যে কামাল সাহেব সাহস পেলেন তোমার স্ত্রীকে উপেক্ষা করতে। আবার তোমার অগোচরে এসে লুকিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে ইচ্ছাও পেল। সাহসও হল।"

শামীনা গট গট করে উঠে ওর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে। সারা রাত নিজের বিছানায় শুয়ে গুমরে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ভাবে, ওর মেজাজ এত খারাপ হয়ে গেল কেন? এই বারো বছরের বিয়ের জীবনে মামুনকে কখনও এত কর্কশ কথা সে বলেনি। আজ কেন বলল, কী জন্যে? কীভাবে? কী অধিকারে? সেটা শুধু স্ত্রীর অধিকার?